শয়তানের মস্করায় পরিণত হয়ো না

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

শয়তান লোকদের খেলনা বানিয়ে ফেলেছে। মুসলিমেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব ধরণের ফন্দি ব্যবহার করছে এবং বহু মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। যে ব্যক্তি শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয় সে শয়তানের খেলনাতে পরিণত হয়। বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা বা ন্যায়পরায়ণতা ঘৃণা এবং হিংসার সাথে একত্রে থাকে না। শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে রাগ।

রাগ করতে হবে আল্লাহ্‌র জন্য। তুমি যদি আল্লাহ্‌র জন্য রাগান্বিত হও তার জন্য অনেক বিশাল পুরস্কার আছে। কিন্তু যদি তা তোমার নাফসের জন্য হয় তাহলে তা তোমার ক্ষতি করবে এবং তুমি গুনাহগার হবে। যদি তোমার নাফসের কারণে রাগ কর তাহলে তুমি অন্যের অধিকার খর্ব করবে। তুমি অন্যের উপর রাগ করবে তারা যা করেনি তা নিয়ে এবং তুমি ভাববে যে তারা সেটা করেছে। এবং শয়তানের সৈন্যেরাই এরকম করে থাকে।

অতীতে এখনকার মত কোন গণমাধ্যম বা পত্রিকা ছিল না। সেই সময়ের গণমাধ্যম ছিল কবিতা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ

"ওয়াশ-শুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল ঘাঊন। আলাম তারা আন্নাহুম ফি কুল্লি ওয়াদিন ইয়াহিমুন" (সুরাহ শুয়ারাঃ২২৪-২২৫)। যারা কবিদের অনুসরণ করে তারা পথভ্রষ্ট। তারা বোধশক্তিহীন।" তখন কবিতা খুব শক্তিশালী ছিল এবং তা সবার কাছে পৌঁছাত গণমাধ্যমের মত। কেউ যদি কবিতার মাধ্যমে কোন কিছু বলত, তা আর থামত না।

কবিত ছিল আজকের গ্‌ণমাধ্যমের মত। তুমি যা খুশী তা বলতে পারতে এবং কালোকে ধবধবে সাদা এবং সাদাকে কুচকুচে কালো হিসেবে দেখাতে পারতে। কবিরা যেভাবে খুশী সেভাবে ঘটনা দেখাতো এবং মানুষেরা সেই মিথ্যাবাদীদের হাতে খেলনার মত ছিল। মিথ্যাবাদীদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও কিছু নেয়া যাবে না। সাবধান হও। কারও এমন কোন ক্ষতি করবে না যার জন্য পরে

পস্তাতে হয়। শয়তানের যন্ত্রে পরিণত হয়ো না। শয়তানের মস্করায় পরিণত হয়ো না।

লোকেরা শয়তানের হাতে এমন মস্করায় পরিণত হয়েছে যে তারা কোন কিছু লিখা দেখলেই ভাবে যেন তা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা লিখে তারাও তোমাদেরই মত মানুষ। তুমি যেমন একটা মিথ্যা কথা বলতে পারো তারা সেরকম একশটা মিথ্যা কথা বলতে পারে। শেইখ মাওলানা (কাদ্দাস আল্লাহু সিররুহু) কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, "সাংবাদিকদের জীবিকার উৎস কি?" তিনি বলেন, "মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।"

আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। আল্লাহ্ মানুষকে ন্যূনতম বোধশক্তি দান করুন কারণ মানুষেরা খুব নির্বোধ। তারা বাচ্চাদের মত সবকিছু বিশ্বাস করে যদিও তারা প্রাপ্তবয়স্ক। যা বলা হয় তার সবই সত্য নয়। সব বলা কথার পিছনে তুমি ছুটতে পারবে না। যদি ছোটো তাহলে তুমি নিজে এবং অন্যেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শয়তান এবং তার সৈন্যেরা লাভবান হবে। আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ আমাদের নিরাপদে রাখুন। আমরা খারাপ সময়ে আছি। আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২ মার্চ ২০১৬/২২ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।